ঝগড়া

(গল্পগ্রন্থ – কুশল পাহাড়ি)

সন্ধ্যার সময় কেশব গাঙ্গুলীর ভীষণ ঝগড়া হয়ে গেল দুই কন্যাও স্ত্রীর সঙ্গে। কন্যা দুটিও মায়ের দিকে চিরকাল। এদের কাছথেকে কখনো শ্রদ্ধা ভালোবাসা পান নি কেশব।

শুধু এনে দাও বাজার থেকে, এই আক্রা চাল মাথায় করে আনো দেড়ক্রোশ দূরের বাজার থেকে। তেল আনো, নুন আনো, কাঠ আনো—এই শুধু ওদের মুখের বুলি। কখনোএকটা ভালো কথা শুনেছেন ওদের মুখ থেকে ?

ব্যাপারটা সেদিন দাঁড়ালো এইরকম।

সন্ধ্যার আগে কেশব গাঙ্গুলী হাট করে আনলেন। তাঁরবয়েসবাহাত্তর বছর, চলতে আজকাল যেন পাকাঁপে—আগেরমতো শক্তি নেই আর শরীরে। আড়াই টাকা করে চালের কাঠা। দু কাঠা চাল কিনে, আর তাছাড়া তরিতরকারি কিনে ভীষণ কর্দময় পিছল পথে কোনোরকমে পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়ে কেশব গাঙ্গুলী তো হাটের বোঝা বাড়ি নিয়ে এলেন।

স্ত্রী মুক্তকেশী বললে—দেখি কি রকম বাজার করলে?পটোলগুলো এত ছোট কেন?কত করে সের?

—দশ আনা।

—ও বাড়ির পল্টু এনেচে ন'আনা সের। তুমি বেশি দরদিয়ে নিয়ে এলে, তাও ছোট পটোল। ও কখনো দশ আনা সের না।

-বাঃ, আমি মিথ্যে বলছি?

—তুমি বড্ড সত্যবাদী যুধিষ্ঠির—তা আমার ভালো জানা আছে। আচ্ছা রও, ও পটোল আমি ওজন করে দেখবো।

—কেন আমার কথা বিশ্বাস হল না?

—না, তোমার কথা আমার বিশ্বাস তো হয়ই না—সত্যিকথা বলবো তার আবার ঢাক-ঢাক গুড়গুড় কি ?

এই হল সূত্রপাত। তারপর কেশব গাঙ্গুলী হাত-পা ধুয়েরোজকার মতো বললেন—ও ময়না, চালভাজা নিয়ে আয়—

ময়না কথা বলে না, চালভাজার বাটিও আনে না। তাতেবুঝি কেশব বলেছিলেন—কই, কানে কি তুলো দিয়ে বসে আছনাকি, ও ময়না ?

ছোট মেয়ে ময়না নীরস সুরে বললে—চাল ভাজি নি।

-কেন ?

—রোজ রোজ চালভাজা খাওয়ার চাল জুটছে কোথাথেকে ?তাছাড়া আমার শরীরও ভালো ছিল না।

—কেন, তোর দিদি ?

—দিদি সেলাই করছিল।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে বাহাত্তর-তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ কেশব গাঙ্গুলী দশ সের ভারী মোট বয়ে এনে মেয়েদের এউদাসীনতায় বিরক্ত হবেন, বা প্রতিবাদে দুকথা শোনাবেন।কিন্তু তার ফল দাঁড়ালো খুবই খারাপ।

পাঁচজনের সামনে বলবার কথা নয়, বলতেও সঙ্কোচহয়। ছোট মেয়ে ময়না তাকে একটা ভাঙা ছাতির বাঁট তুলেমারতে এল। মেজ মেয়ে লীলা বললে—তুমি মর না কেন ?মলে তো সংসারের আপদ চোকে—

স্ত্রী মুক্তকেশী বললে—অমন আপদ থাকলেও যা, নাথাকলেও তা—

কেশব গাঙ্গুলী রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বললেন, অমি তোদের ভাত আর খাবো না—চললাম।

মুক্তকেশী ও ছোট মেয়ে ময়না একসঙ্গে বলেউঠলো—যাও না—যাও।

ময়না বললে—আর বাড়ি ঢুকো না। মনে থাকে যেন।

শুনে বিশ্বাস হবে না জানি, কিন্তু একেবারে নির্জলাসত্যি। আপন মেয়ে বুড়ো বাবাকে ছাতি তুলে মারতে যায়।

কেশব গাঙ্গুলী রাত্রে বাইরের ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপে শুয়েরইলেন। কেউ এসে খেতে ডাকলে না—মাও না, মেয়েরাওনা। সত্যিই কেউ ডাকতে আসবেনা, এটা কেশববুঝতে পারেননি, ধারণা করতে পারেন নি। তাই ঘটে গেল অবশেষে। নাখেয়ে সমস্ত রাত কাটলো কেশব গাঙ্গুলীর—নিজের পৈতৃক ভিটেতে, স্ত্রী ও দুই কন্যা বর্তমানে। উঃ, এ কথা ভাবতে পারাযায়?

কেশব গাঙ্গুলী সত্যি কখনো ভাবেন নি যে, এতটা তিনি হেনস্থার পাত্র তার সংসারে। মেয়েরা বা স্ত্রী তাকে কেউ ভালোবাসে না, এ তিনি অনেকদিন থেকেই জানেন। কিন্তু তার বহর যে এতটা, তা তিনি ধারণা করবেন কি ভাবে?

ক্ষুধায় ও মশার কামড়ের যন্ত্রণায় সারারাত কেটে গেল ছটফট করে। সকালে উঠে আগে কেশব নদী থেকে স্নান করে এসে সন্ধ্যাহ্নিক ও জপ করে নিয়ে প্রতিবেশী যদুনন্দন মজুমদারের বাড়ি চা খেতে গেলেন।

যদুনন্দন বললেন—কি কাকা, আজ এত সকালে কি মনেকরে ?

এ কথার উত্তরে কেশব গাঙ্গুলী বললেন কাল রাত্রেরকথা। পরিবার ও মেয়ে দুটির দুর্ব্যবহারের কাহিনী। যদুনন্দনেরকাছে এ কথা নতুন নয়, পাড়ার মেয়েদের কানাকানির মধ্যেদিয়ে কেশব গাঙ্গুলীর দুরবস্থার কথা অনেকদিন শুনেছেনতিনি।

তবুও বিস্ময়ের ভান করে বললেন—সে কি কাকা, বলেন কি ?কাল রাত্রে খান নি ?এ বড্ড অন্যায় কাকীমার। ছিঃছিঃ—এ বেলা আপনি আমার বাড়ি খাবেন। বসুন।

কেশব গাঙ্গুলী আর বাড়ি এলেন না। সেখানেই দুপুরপর্যন্ত থেকে আহারের পর যখন বাড়ি এলেন, তখন এক ভীষণকাণ্ড বেধে গেল। মুক্তকেশী বললে—আবার বাড়িতে কেন ?যাও দূর হও, যে বাড়িতে গিয়ে নিন্দে রটনা করে এক পাথরভাত মেরে এলে, সেখানেই যাও না, কতদিন খেতে দ্যায় দেখিএকবার।

মেয়েরাও বললে-বেশ তো, পরের বাড়ি টোলা সেধে কদ্দিন চলে, দেখি না ?এখানে আবার কেন ?যাও না—

—কাকে কি বলেছি আমি ?

—আহা ন্যাকা ! আমরা আর জানিনে ! এই তো যদুদার মেয়ে ঘাটে আজ ব্যাখ্যান করেছে সবার কাছে। ওই বুড়ো মানুষ ওঁকে খেতে দ্যায়নি, দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে, মেরেছে—সে কত কথা ! আমরা শুনি নি কিছু ?

—তা তো মিথ্যে কিছু বলি নি।

—মেরেছিলাম তোমাকে আমরা ?খেতে দিইনি আমরা ?তুমিই না তেজ করে চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে শুয়ে রইলে ! আবার লাগানি-ভাঙানি পাড়ায় পাড়ায় ! বেশ লাগাও, লাগিয়ে করবেকি ?যাও না, যেখানে খুশি—আমরা তো বলেছি, বেরোওনা—

ছোট মেয়ে বললে—মরে যাও না, মলেই তো বাঁচি—

কেশব গাঙ্গুলী ঘরের মধ্যে ঢুকে কাপড়-জামা পরে এবংএকটা থলের মধ্যে কাপড়-গামছা পুরে নিয়ে তেড়েফুঁড়ে বাড়িথেকে বেরুলেন।

বলে গেলেন—বেশ তাই যাচ্ছি—আর তোদের বাড়িআসবো না—চললাম।

মুক্তকেশী চেঁচিয়ে বললে–তেজ করে যেমন বেরুনো হল তেমনি আর ঢুকো না বাড়িতে কালামুখ নিয়ে—দেখবোতেজ—কে জ্বর হলে দেখে, তা দেখবো।

কেশব গাঙ্গুলী হন্ হন্ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন।হোক জ্বরনৈহাটি থেকে এখানে এসে পর্যন্তম্যালেরিয়ায় ভুগছেন। দুর্বল করে ফেলে দিয়েছে বড়। তাহোক। যা হয় হবে।

কেশব গাঙ্গুলী রেলে চাকরি করতেন। চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে নৈহাটিতে বাড়ি করেছিলেন, কিন্তু বারো চোদ্দবছর বসে খেয়ে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সামান্য টাকা বাড়ি তৈরিরপর অবশিষ্ট ছিল, ক্রমে ক্রমে ফুরিয়ে যেতে লাগল—এখনোছোট মেয়ের বিয়ে বাকি। টাকা ফুরিয়ে গেলে কি খাবেন ?

অগত্যা নৈহাটির বাড়ি বিক্রি করে পৈতৃক গ্রামে এসে এই দু'বছর বাস করছেন। শরিকদের সঙ্গে ঝগড়া করে দু'ঝাড় বাঁশ ও বিঘে-দুই ধানের জমির ভাগ পেয়ে যাহোক একরকমচালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মেয়ে দুটি আর পরিবারের জন্যে সত্যি তাঁর সংসারে বিতৃষ্ণা হয়ে গিয়েছে। মেজ মেয়ের বিয়েদিয়েছিলেন, কিন্তু স্বামীর চরিত্র ভালো নয়, সে মেয়ে তাঁরকাছেই আছে বিয়ের দু'বছরপর থেকেই। সব দিক থেকেইতার গোলমাল।

ভেবেছিলেন ছোট মেয়েটার বিয়ে দিয়ে একরকম নির্ঝঞ্ঝাট হবেন, কিন্তু আর সংসারে তার দরকার নেই। যাদের জন্য চুরি করেন, তারাই বলে চোর ! সে সংসার আর ধরতেআছে ?

কেশব গাঙ্গুলী রেলের বোতাম বসানো সাদা কোট একটা নিয়ে বেরিয়েছেন, রেলের ভাড়া লাগবে না। রেলেরবোতামওয়ালা কোট দেখলে ছেলেছোকরা টিকিট-চেকাররা একবার চেয়ে দেখে চলে যায়, কিছু জিগ্যেস করে না।

একটি পয়সা তাঁর নিজের হাতে নেই। হাজার চারেকটাকা আছে স্ত্রীর নামে আর হাজার তিনেক আছে অবিবাহিতছোট মেয়ের নামে। যদি তিনি মারা যান মেয়ের বিয়ে দেওয়ার আগেই, কারণ বয়স তার যথেষ্ট হয়েছে, তাই বন্ধুবান্ধবদেরপরামর্শে নৈহাটিতে থাকতে বাড়ি বিক্রির টাকা থেকে ছোটমেয়ের নামে টাকাটা রেখেছিলেন। আজ চাইলে কেউ একটাপয়সা তাঁকে দেবে ?নাস্ত্রী, না মেয়ে !

তাই হাটের পয়সা থেকে দু'চার আনা এদিক ওদিক করতেন কেশব গাঙ্গুলী। না করলে চলে না। তাঁর নিজের একটুনস্যি, একটু তামাক, হয়তো বা ইচ্ছে হল দু'পেয়ালা চা কিনে খেলেন—এ পয়সা আসে কোথা থেকে ?

মুক্তকেশী এ সন্দেহ করেছিল আগে থেকেই। তাই স্বামীহাট থেকে ফিরলেজিনিসপত্রের ওজন,দরদস্তুর সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করে, দাঁড়ি ধরে আলু, পটোল, চাল, ডালওজন করে নেয়। পাড়ার ছেলেদের জিগ্যেস করে—হ্যাঁরে, আজ হাটে পটোল কত করে সের?

—ও নিতাই, আজ হাটে মাছ কত করে সের ?

তবুও কেশব গাঙ্গুলীকে সামলানো অত সহজ নয়। চল্লিশ বছর তিনি রেলে কাজ করে এসেছেন। মুক্তকেশী যতইকৌশল করুক, যতই সতর্ক হোক, কেশব গাঙ্গুলীর ফাঁক ধরতেপারা অত সহজ কাজ বুঝি ?

পটোলের মধ্যে বাসি তাজা নেই ?

দেখলে হয়তো ঠিক ধরা যায় না, কিন্তু দর বিভিন্ন।মাছের মধ্যেও দরের তারতম্য নেই ?কত ধরবে মুক্তকেশী ?না করলেই বা কেশব গাঙ্গুলীর বাজে খরচ চলে কোথা থেকে ?চাইলে স্ত্রীর হাত থেকে পয়সা বার করা শক্ত। ঐ নিয়েই তোযত ঝগড়া।

কেশব গাঙ্গুলী বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্টেশনে এসেপৌঁছলেন বেলা তিনটের সময়। কাল হাট থেকে ফিরবার সময় ছ'আনা পয়সার হেরফের করেছিলেন, সেই পয়সা পকেটেখুচরো আছে—আর আছে গুপ্তস্থান থেকে সন্তর্পণে বার করাতিন টাকা সাত আনা। এই তিন টাকা তের আনা ছাড়া জগতে তাঁর বলতে আর কোথাও

কিছু নেই। হ্যাঁ, অবিশ্যি পকেট ঘড়িটা আছে। সেটাও রেলের জামার বুকপকেটে এনেছেন।বিক্রি করলে কোন্ না ত্রিশ-চল্লিশ টাকা হবে ! সেকালের কুরুভাইজার ফ্রেরিসের ঘড়ি। এখনকার মতো ফঙ্গবেনেজিনিস নয়।

স্টেশনের কাছে একটা জামগাছের তলায় পাকিস্তানেরউদ্বাস্তুদের পানবিড়ির দোকান। পান কিনলেন দু'পয়সার।বিড়িও দু'পয়সার। দেশলাই একটা কত ?চার পয়সা ?দাওএকটা।

পান খেয়ে বিড়ির ধোঁয়া টেনে কেশব গাঙ্গুলীর শরীরের কষ্ট খানিকটা দূর হল। এতক্ষণ চিন্তা করবার মতো অবস্থা তাঁর ছিল না।

তিনি আপাতত যাবেন কোথায় ?

সেটা কিছু ঠিক করেন নি, না করেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন অবিশ্যি। এখনো ট্রেনের ঘণ্টা খানেক বিলম্বআছে। যাবেন কোথায় ?যেখানে যান, যেতে তো হবে ?তিন টাকা তেরো অানায় স্বাধীনভাবে খাওয়া কতদিন চলবে ?

মেয়ের বাড়ি যাবেন ?জামাই কাজ করে টিটাগড়েরকাগজের কলে। টিটাগড়েই বাসা। সেখানে যেতে লজ্জা করে।এই গত জ্যৈষ্ঠ মাসে সেখানে গিয়ে দুদিন ছিলেন। অবিশ্যি জামাইষষ্ঠীর তত্ত্বস্বরূপ নিয়ে গিয়েছিলেন কিছু আম ও দুটো কাঁঠাল। বার বার জামাইবাড়ি যেতে আছে ?

বিশেষ করে আজকাল রেশনের চালের দিনে কারোবাড়িতেই একবেলার বেশি দুবেলা থাকতে নেই। কি মনেকরবে ! যে কাল পড়েছে।

ট্রেন এসে পড়লো। উঠে বসলেন এক কোণে। রেলেরজামা অছে, টিকিট লাগবে না।

হু হু করে ট্রেন চললো। কাশফুলের ক্ষেতে কাশফুলফুটতে শুরু করেছে। খুব বৃষ্টি হওয়ায় ধানের ক্ষেত জলেডুবু-ডুবু। অনেক জায়গায় এখনো ধান বুনছে। আমন ধান এবার নাবি।

খুব ভালো করেছেন কেশব। যখন কাজ থেকে অবসরনিলেন, তখন প্রভিডেন্ট ফান্ডের দরুনন'হাজার টাকা পেয়েইযদি তা থেকে কিছু ধানের জমি কিনতেন নিজের নামে, তবেআজ স্ত্রী আর মেয়েরা এমন হেনস্থা করতে পারতো ?

স্ত্রী আর মেয়েদের দুর্ব্যবহারের কথা মনে আসায় চোখদিয়ে জল পড়লো, কোঁচার খুঁটে মুছলেন। কি না করেছেনওদের জন্যে ?ঐ ছোট মেয়েটার নৈহাটিতে থাকতে একবার টাইফয়েড হয়েছিল, কেশব গাঙ্গুলী রাত জেগে ঘণ্টায় ঘণ্টায়থার্মোমিটার দেখেছেন, ওষুধ খাইয়েছেন, কই, অবহেলাকরতে পেরেছিলেন ?একশো ষাট টাকা খরচ হয়ে যায় সেইঅসুখে।...

ঐ স্ত্রী মুক্তকেশীর সেবার হাঁপানির মতো হল। চুঁচুড়ায় নিয়ে গিয়ে সপ্তাহে সপ্তাহে কবিরাজ দেখানো, অনুপানের ব্যবস্থা করা, পাছে আগুনের তাতে কষ্ট হয় বলে রাঁধতেদিতেন না, রান্নাঘরের কাছে যেতে দিতেন না। রাত্রে শুয়েভাবতেন, এই বয়সে হাঁপানি হল, মুক্তকেশী বড় কষ্ট পাবে, কি করা যায় ?রঘুনাথপুরের পীতাম্বর দাসের কাছে হাঁপানিরমাদুলি পাওয়া যায়, তাই কি আনবেন ?কত ভেবেছেন। কতব্যস্ত হয়েছিলেন।

সেই মুক্তকেশীতাঁকে আজ বললে—বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও, আর এসো না—

ছোট মেয়ে বললে—মরো না তুমি, মলেই বাঁচি। তুমিমলেই বা কি ?

কেন তিনি কি ওদের জন্যে কিছু করেন নি ?চিরকালরেলে টরে-টক্কা করেছেন তবে কাদের জন্যে ?খাইয়ে মাখিয়েবড় না করলে ওরা অত বড় হল কি করে ?আজ কিনা তিনি মরে গেলে ওরা বাঁচে ! তিনি আজ সংসারের আপদ, এইতিয়াত্তর বছর বয়সে !

এই তিয়াত্তর বছর বয়সেও গত আষাঢ় মাসে যখন কাঠের ভয়ানক অভাব হল, নিজে বাঁশঝাড় খুঁজে খুঁজেশুকনো বাঁশ আর কঞ্চি কেটে গোয়ালে ডাং করেন নি, পাছে স্ত্রীর বা মেয়েদের রান্নার এতটুকু অসুবিধে হয় সে জন্যে ?এই ভীষণ জলকাদার পথে মোট বয়ে নিয়ে যান নি ?

যাক্, এসব কথা তিনি বলতে চান না। তবে মনে কষ্ট হয় এই ভেবে যে, সংসার কি রকম অকৃতজ্ঞ ! যাদের জন্যেসারাজীবন খেটে খেটে গায়ের রক্ত জল করেছেন, তারাই আজ বলে কিনা তিনি মলেই তারা বাঁচে, তাদের কোনো ক্ষতিহবে না !

কেশব গাঙ্গুলীর মনের মধ্যেটা হা হা করে উঠলো দুঃখে।চোখে আবার হু হু করে জল এল, কোঁচার খুঁটে মুছলেন। আজযদি—

—টিকিট ?

কেশব গাঙ্গুলী মুখ তুলে চমকে চাইলেন। একটি ছোকরা টিকেট-চেকার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কেশব গাঙ্গুলীবললেন—রেলওয়ে সার্ভেন্ট—

ছোকরা চলে গেল।

বেশ ছেলেটি। ওই রকম একটি ছেলে যদি আজ তাঁরথাকতো ! তা হলে ওরা এমন কথা বলতে সাহস পেতোনা।সবই অদৃষ্ট। ছেলে তাঁর হয় নি ?হয়েছিল। তখন তিনি তিনপাহাড় স্টেশনের তার-বাবু। ছেলের নাম ছিল সান্টু !প্ল্যাটফর্মে হেলেদুলে চলে বেড়াতো। আজও বেশ মনে আছে।তাঁকে বলতো-বাবা, আমাকে পুরনো টিকিট দেবে ?পুরনো টিকিট হাতে পেলেই সে হঠাৎ মুখে 'পু-উ-উ-উ' শব্দ করেট্রেন ছেড়ে দিত... তারপর ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্ শব্দ করতে করতে প্ল্যাটফর্মের ধারে ধারে খানিকদূর মাথা নাড়তে নাড়তেকেমন যেতো।

টরে-টক্কার টেবিলে কাজ করতে করতে তিনিবসে দেখতেন আর হাসতেন। মাল-কুলি রামদেওকে বলতেন—শিশুকে ধরে বাসায় দিয়ে আসতে। শিশু বুঝতে পারতো, রামদেও তাকে ধরে নিয়ে যেতে আসছে, সে ছোটপায়ে ছুট দিতো আর রামদেও পেছনে পেছনে 'এ খোকাবাবু, এ খোকাবাবু'বলে ছুটতো—এ দৃশ্য আজও এই এখুনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন কেশব।

দেড় বছর বয়সে সান্টু মারা যায়।..আজ ছত্রিশ বছরআগেকার কথা। তবুও যেন মনে হয়, সেই সাহেবগঞ্জস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বড় ঘোড়ানিম গাছটার ছায়ায় আজওসান্টু সেই রকম ছুটে ছুটে খেলা করে বেড়াচ্ছে।... সান্টুথাকলে আজ বোধ হয় এমন কষ্ট কেশব গাঙ্গুলীর হত না। চোখদিয়ে এবার ঝরঝর করে জল পড়লো, মনের মধ্যে—বুকেরমধ্যে কি একটা যেন ঠেলে ফুলে ফেঁপে উত্তাল হয়ে উঠলো।কেশব জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন ! একটারাখাল বালক একটা গরুকে কি নির্দয়ভাবেই না প্রহার করছে!খুব বৃষ্টির জল বেধেছে ডোবায়, পুকুরে। এক জায়গায় ছোটছোট ছেলেমেয়েরা গামছা দিয়ে হেঁকে কুঁচো মাছ ধরছে।টেলিগ্রাফের তারে একটা কি পাখি বসে রয়েছে।

নৈ-হা-টি !

কেশব গাঙ্গুলীর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। তিনি তাড়াতাড়িগাড়ি থেকে নেমে পড়লেন।

সন্ধ্যার আর বিলম্ব নেই। এখানে সাবেক বাসা ছিল। দু-চারজন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ আছে। তাদের কারো বাড়ি যাবার ইচ্ছে নেই, তবুও না গেলে রাত্রে থাকবেন কোথায় এইঅভদ্রা বর্ষাকালে, খাবেনই বা কি ?রমাপতির বাড়ি যাবেন ?

রমাপতি কুণ্ডুর বড় গোলদারী দোকান ও রেস্টুরেন্ট।নাম, দি কমলাপতি মডার্ন রেস্টোরান্ট। রমাপতির বড় ছেলেরনাম কমলাপতি। তার ছেলে শান্তি এই রেস্টোরান্টে বসে।খুব বিক্রি। চার-পাঁচটা ছোকরা চা-খাবার দিতে দিতে হিম্‌শিম্খেয়ে যাচ্ছে।

শান্তি তাঁকে দেখে বললে—এই যে দাদু, আসুন ! দেশথেকে ?ভালো সব ?ওরে, ভালো করে গরম জলে ধুয়ে এককাপ চা দে দাদুকে। আর কি খাবেন ? একটা চপ দেবে ?ভালোচপ আছে। না। টোস্ট দিক ? তবে থাক্।

কেশব গাঙ্গুলী জানেন, এখানে যা খাবেন তার নগদদাম দিতে হবে এখুনি। আর একবার এ রকম হয়েছিল, তাঁকেখাতির করছে ভেবে চপ, কাটলেট, ডিম যা নিয়ে আসে তাইখান। শেষে হাসিমুখে আপ্যায়িত করে বিদায় নেবার জন্যেটেবিলের কাছে যেতেই শান্তি হাসিমুখে বললে—এক টাকাসাড়ে তেরো আনা—

আজ আর সে ভুল করবেন না। হাতে পয়সা কম। চায়ের ছ'পয়সা দাম দিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। শান্তিকে বললেন, তোমার বাবা ভালো?তোমার দাদু বাড়িতে আছেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—একবার যাবো দেখা করতে ?

—যান না। এখন বৈঠকখানাতেই বসে আছেন।ডাক্তারবাবু আছেন, আর শশী কাকা আছেন।

—আচ্ছা আসি।

কেশব গাঙ্গুলীর মনটা খারাপ হয়ে গেল। ব্যবসাদারের চক্ষুলজ্জা নেই। সংসার বড় কঠিন জায়গা।

তবুও রমাপতির বাড়িতেই গেলেন। রমাপতি কুণ্ডু তাঁরসমবয়সী। তাঁকে দেখে খুশি হল। যত্ন করলে খুব। রাত্রে লুচি, তরকারি, মিষ্টি খাওয়ালে। ভালো গদিপাতা নেটের মশারিখাটানো বিছানায় শুয়ে কেশব মশারির চালের দিকে চেয়েদীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। পরের এমন সুন্দর বিছানাতে কদিনতিনি শোবেন ?তাঁর আশ্রয়স্থল তো বৃক্ষতল। এরা না হয় আজরাত্রেই খাতির করে আশ্রয় দিয়েছে।

কেন অপরের অদৃষ্টে এত সুখ থাকে, আর তাঁর অদৃষ্টেএমনধারা ?

এই তো রমাপতিকে দেখলেন, তার নাতনীরা কত যত্নেবাতাস করতে লাগলো খাওয়ার সময়ে। খাওয়ার পর এক বড়নাতনী আমলা না কি রোজ তেল মালিশ করে দাদুর পায়ে।পুত্রবধূরা 'বাবা' বলতে অজ্ঞান।

সেটা হয়তো পয়সাওয়ালা বলে, রমাপতির নামেইব্যবসা, লক্ষপতি লোক। আজ তাঁর হাতে যদি পয়সা থাকতো, তবে কি আর মেয়েটা তাঁকে অমন কথা বলতে সাহস করতো ?

তিনি নিঃস্ব, কাজেই তাঁকে হেনস্থা করে। পয়সা এমনজিনিস।

কত কি ভাবতে ভাবতে কেশবের ঘুম এল। একটা বড়ব্যথার জায়গা খচ খচ করে। যখন তিনি চলে যাচ্ছেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে, তখন মেয়েরা কেন দৌড়ে এসে পথ আটকালেনা?স্ত্রী কেন ছুটে এল না ?

সব মিথ্যে। সব ভুয়ো। সব স্বার্থের দাস। দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা পৃথিবীতে নেই। রমাপতি কুণ্ডুলক্ষপতি, তাইআজ নাতি-নাতনী তার পায়ে তেল মালিশ করে, পুত্রবধূরা দুধের বাটি মুখে ধরে। যদি তাঁর টাকা থাকতো, তাঁর আদরওওইরকমই হত।

সকালে উঠে রমাপতি কুণ্ডু বললে—গঙ্গাস্নান করবেন নাগাঙ্গুলীমশায় ?গঙ্গাহীন দেশে থাকেন, গঙ্গাস্নানটা করলে ভালোহত !

দুজনে গঙ্গাস্নান করে এলেন। তারপর রমাপতির ছোট নাতনী তাঁদের দুজনের জন্যে শ্বেতপাথরের রেকাবিতে কাটাপেঁপে, কলা, নাশপাতির টুকরো আর সন্দেশ, রসগোল্লা ও চমচম নিয়ে এল। কেশব গাঙ্গুলীকে বলে—দাদু, আপনাররান্নার যোগাড় কি এক্ষুনি করে দেবো ?না একটু দেরি হবে ?

অর্থাৎ এরা গন্ধবণিক। ভাত রেঁধেদেবে না ব্রাহ্মণেরপাতে। রাত্রে লুচি খাওয়াতে পারে, কিন্তু দিনে ভাত রেঁধেখেতে হবে।

কেশব বললেন—আমি চলে যাবো আজ দিদি—

রমাপতিকুণ্ডুবললে—সে কি কথা গাঙ্গুলীমশায় ! আজওবেলা আপনাকে নিয়ে হরিসভায় ভাগবতপাঠ শুনতে যাবোঠিক করে রেখেছি—

রমাপতির নাতনী টুনিও বললে—আজ যাবেন কি দাদু ?আজ আমরা ওবেলা তালের ফুলুরি, তালের ক্ষীর করবো, আপনি আজ চলে যাবেন—যেতে তো দিলাম !

কেমন সুখের সংসার ! কেমন মিষ্টি কথাবার্তা, মিষ্টিব্যবহার ! লক্ষ্মী যেখানে বিরাজ করেন, সেখানে কি কোনোজিনিসের ত্রুটি থাকে ?

সারাদিন বড় আনন্দে কাটলো। খাওয়া-দাওয়ার প্রচুরব্যবস্থা। সন্ধ্যার দিকে গঙ্গার ধারের হরিসভায় 'অজামিলের উপাখ্যান' শুনতে গেলেন দুজনে। ব্যাখ্যাকারী নবদ্বীপেরগোস্বামী বংশের লোক, বড় সুন্দর বোঝাবার ও বর্ণনা করবারক্ষমতা।

ভগবান অমন মহাপাপী অজামিলকে কৃপা করেছিলেন, শুধু বিপন্ন হয়ে সে কাতরে তাঁকে মৃত্যুকালে ডেকেছিল বলে।

তিনি কি এতই পাপ করেছেন ?

ভগবান নিশ্চয় তাঁকে ঠেলে ফেলে দেবেন না দূরে !

কিন্তু কোথায় কিভাবে স্থান দেবেন ভেবে পাওয়া যাচ্ছে না। আহা, জগতে এত সুখ এত আনন্দ চারিদিকে, অথচ তাঁরইভাগ্যে সব এমন হল কেন ?

আসবার সময় রমাপতি কুণ্ডুকে বললেন—বেশ আছেনকুণ্ডুমশাই, না ?

—আপনার আশীর্বাদে—

—আমায় একটা চাকরি করে দিন না ?

—কি রকম চাকরি ?

—এই ধরুন, কারো বাড়িতে থেকে ছেলে পড়ানো, কিহাট-বাজার করা !

—পাগল ! আমাদের এই বয়সে কি পরের চাকরি করাচলে দাদা ?কেন, চিরকাল চাকরি করে এসে বুঝি বাড়ি থাকতেভালো লাগছেনা ?তা হোক। বাড়ি বসে ভগবানের নাম করুনগে।

না, বোঝাতে পারলেন না ! সব কথা বলা যায় না। কাল এখান থেকে চলে যেতে হবেই।

রাত্রে আবার সেই লুচি, মাছ, মিষ্টি, দুধ। কি খাওয়া-দাওয়া এ বাড়ির ! কি সব আটপৌরে শাড়ি পরেছে মেয়েরা ! বিদ্যুতের আলো, পাখা। কত সুখে এরা আছে, কেমনখাওয়া-দাওয়া।

মুক্তকেশীকে, মেয়েদের কি যত্নে তিনি রেখেছেন ?চিরকাল রেলের ঘুপচি বাসায় বাস করে এসেছে, এখন দেশেগিয়ে দুবেলা ধান সেদ্ধ করতে হয়, ক্ষারে কেচে কাপড় পরতে হয়, থোড় আর এঁচড়ের তরকারি ছাড়া মাছ-মাংস হয় মাসেকদিন ?হাতে পয়সা কোথায়?...কোনো ভালো জিনিস দিতেপারেন ওদের মুখে আজকালকার বাজারে?

লুচি ছিঁড়তে গিয়ে কেশব গাঙ্গুলীর চোখে জল এল।মাছের মুড়ো...কতকাল মাছের মুড়ো খাননি, ওদের খেতেদিতে পারেননি ! কি সুখে রেখেছেন ওদের ?

টুনি বলল—চমচম দুটোই খেয়ে ফেলুন দাদু, গরম লুচিনিয়ে আসি।

পরদিন সকালে রমাপতি কুণ্ডুর বাড়ি থেকে চলে গেলেনকেশব। ওঁরা বলেছিলেন সেদিনটাও থাকতে। কেশব থাকতেচাইলেন না। তাতে দুঃখ ঘুচবে না। একটা চাকরি পেলেওহত। এখানে সেজন্যেই আসা। ওদের

বাড়ি থেকে বেরিয়ে গঙ্গার ধারের দিকে চললেন। একটা নির্জন স্থানে বসে কতক্ষণভাবলেন। জগতে কেউ কাউকে ক্ষমা করে না। মুক্তকেশীর ওপর হয়তো কোনো সময় অন্যায় কিছু করে থাকবেন, তা ওরাকখনো ভুলবে না, প্রতিশোধ নেবার সময় এলেই প্রতিশোধনেবে।

এই কি জগতের নিয়ম ?

এ জগতে কেউ কি ভালোবাসার নেই ?বিচার করবার, দণ্ড দেবার সকলেই আছে ?

বেলা দুপুর হল। একটা হোটেল থেকে কিছু খেলেন হুগলীতে। হুগলী থেকে গেলেন ব্যান্ডেলে। উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ।রাত হয়ে আসছে। এই বর্ষায় থাকবেন কোথায় ?

রাত্রে ভীষণ বৃষ্টির মধ্যে স্টেশনের একটা বেঞ্চির ওপর শুয়ে রইলেন। শীত করতে লাগলো ঠাণ্ডা বাতাসে। গায়েদেবার কিছু আনা উচিত ছিল, আনা হয় নি। ভুল হয়ে গিয়েছে।

ভুল ! ভুল ! সব ভুল জীবনে।

চাকরি করা ভুল, বিয়ে করা ভুল, সংসার করা ভুল।সন্তান-উৎপাদন ভুল, কারো কাছে স্নেহ-মমতা আশা করাভুল, সব ভুল।

জীবনটা একটা মস্ত ভুল। একটা মস্ত ফাঁকা—একটা মস্ত ফাঁকি। না, ও সব আর তিনি ভাববেন না।

চারদিন পরে।

কেশব গাঙ্গুলীর হাতের সব টাকা ফুরিয়ে গিয়েছে। ব্যান্ডেল স্টেশনের বেঞ্চিতে শুয়ে এ কদিন কাটলো। কাল থেকে কিছু খাওয়া হয় নি। খুব খিদে পেয়েছে। চলবেন কিকরে ?তার শরীর ঝিম্ ঝিম্ করছে খিদেতে। তিয়াত্তর বছরবয়সে খিদে সহ্য করবার মতো শক্তি নেই তাঁর।

সত্যি বড় খিদে পেয়েছে। কি করবেন এখন ?ঘড়িটাবেচবেন ?

মনে পড়ে, তাঁর প্রথম যৌবনে তিনি ব্যান্ডেল স্টেশনেরসিগন্যাল ক্লার্ক ছিলেন। ওই তো তাঁর সেই ঘর, সেইটেবিল—সব সেই রকমই আছে। তাঁর কোয়ার্টার্স এখানে ছিল না, গঙ্গার ধারে একটা ছোট বাড়ি ভাড়া করে পিসিমাকে নিয়েথাকতেন। বাসার কাছে একটা ঘোড়ানিমগাছ ছিল। পঞ্চাশবছর আগেকার কথা, অর্ধ শতাব্দী। আশ্চর্য, সেই টেলিগ্রাফেরটেবিলটা আজও আছে !

মুক্তকেশীর সঙ্গে তখন সবে বিয়ে হয়েছে। ঘোড়ানিমগাছের তলাকার সেই বাসায় মুক্তকেশী ঠিক সন্ধ্যাসাতটার সময় জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকতো। তিনি ফিরবেন, তাঁকে দেখবে বলে।

ষোড়শী বালিকা মুক্তকেশী। কি হাসি ছিল মুখের ! চোখহাসতো তাঁকে দূরে পথের উপর দেখতে পেয়ে।

আছে সেই বাড়িটা আজও ?তাঁদের দুজনের অতীতযৌবনের সুখের প্রহরগুলির সাক্ষী সেই বাড়িটা।

একদিন বললেন—আচ্ছা মুক্ত, তুমি দাঁড়িয়ে থাকো কেনজানলায়?

মুক্ত বলেছিল—তুমি আস, তাই।

—কেন ?

—পথের ওপর দেখতে পেয়ে খুশি লাগে। কতক্ষণদেখিনে।

—মন কেমন করে ?

—তা করে না ?

একদিন মনে আছে, তাঁকে জানলা থেকে বললে—আজকি করেছি বলো তো তোমার জন্যে ?

—কি গো ?

—ডালপুরি।

—সত্যি ?

—হ্যাঁ, এসে দ্যাখো।

তারপর তিনি বাড়িতে ঢুকলে তাঁকে পাখার বাতাসদিয়ে সুস্থ করে মুক্ত পিঁড়ি পেতে বসিয়ে ১৬/১৭ খানা গরমডালপুরি খাইয়েছিল কত যত্ন করে।

আর সেই মুক্তকেশী আজ পঞ্চাশ বছর পরে তাঁকে 'দূর দূর' করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল ! আজ যখন মুক্তকেশীরসেবা সবচেয়ে তাঁর দরকার হয়েছে তখন !

চোখ দিয়ে জল বেয়ে পড়লো হুহু করে কেশব গাঙ্গুলীর।কেমন যেন মনেহলসবশূন্য।ওই আকাশের নিরালা মেঘগুলির মতোই তাঁর মন শূন্য, জীবন শূন্য, নিরালা, নিরবলম্বন। পৃথিবীতে কেউ তাঁর কোথাও নেই—পঞ্চাশ বছর আগের সেইষোড়শী রূপসী মুক্তকেশীকে আজ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোন্ অজানা দিগন্তে সে মিলিয়ে গিয়েছে বহুকাল আগে !

জীবনটা কেন এত বড় ফাঁকি, এত বড় মিথ্যে, এত বড়জুয়োচুরি ?

—আরে গাঙ্গুলীবাবু যে ! কোথায় ছিলেন এতদিন ?

কেশব চমকে পিছন ফিরে চেয়ে দেখলেন। একজনমধ্যবয়স্ক টিকিটচেকার, ক্রু-দুলের মোড়ল। ওর নামটা তিনি জানতেন, এইমাত্র তিনি হঠাৎ ভুলে গেলেন। বুড়ো হয়েছেন, মুখ দেখে এখন আর ভালো বলতে পারেন না।

—বাড়ি ছিলাম ভাই।

—তারপর এখানে কি মনে করে ?বৌদির সঙ্গে ঝগড়াকরে নাকি ?

কেশবের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। কাষ্ঠহাসি হেসেবললেন—হ্যাঁ ভাই—সে-সব—তাই বটে।

—চলুন, সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত বেড়িয়ে আসা যাক। চেককরতে বেরিয়েছি। চলুন আমার সঙ্গে। সেকেন ক্লাসে তুলেদিচ্ছি। আসুন—

—খাবো কোথায় ?

—আপনি খান নি এখনো ?বর্ধমানে খাওয়াবো চলুন। জিনিসপত্র কিছু আছে ?

—কিছু না।

—তবে চলুন।

এক্সপ্রেস এসে পড়ল। বর্ধমানের ক্রুদের ঘর থেকে সঙ্গীলোকটির জন্যে ভাত-তরকারি এল। রাত তখন সাড়ে সাতটা।দুজনে ভাগ করে খেলেন।

সঙ্গী ব্রাহ্মণ, নাম পঞ্চানন বাঁড়ুয্যে, বাড়ি জয়নগরমজিলপুর। পেটভরে ভাত খেয়ে কেশব গাঙ্গুলীর যেন ধড়েপ্রাণ এল। উঃ, সোজা ক্ষিদেটা পেয়েছিল !

কি সুন্দর বর্ষা-সজল বাতাস দুদিকের মাঠে-বনে বইছে।কুরচি ফুলের সুবাস মাঝে মাঝে আসে বাতাসে। এই সব বন, এই অন্ধকার আকাশ, নক্ষত্রের দল কেমন যেন তাঁকে বহুদূরের সঙ্গীহীন একক জীবনের বাণী এনেদিচ্ছে !নিঃসঙ্গ জীবনেকতদূরে কোথায় যেন যাচ্ছেন তিনি। আর বাড়ি ফিরবেন নাআর মুক্তকেশীর হাতে হাটের থলে তুলে দেবেন না।তাঁর সংসার করা ফুরিয়ে গিয়েছে। অন্ধকারের মধ্যে দিয়েনিরুদ্দেশের দিকে যাত্রা শুরু করলেন আজ তিনি।

সেকেন্ড ক্লাস গাড়িতে তিনি একা। বেশ লাগছে অনেক দিন পরে। গত এক বছর শুধু মাথায় মোট করে হাট ঘুরেছেন, বাজার করেছেন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রেশনের আটা, চিনি, কেরোসিন তেল এনেছেন—যাদের জন্যে তারা আজএই তিয়াত্তর বছর বয়সে তাঁকে পারলে ঘরের বার করে দিতে ! পয়সার তাঁর দরকার নেই। পয়সা সব মুক্তকেশীর হাতেথাকুক। তার পয়সাকেই ওদের দরকার, তাঁকে নয় তো ! বেশ, পয়সাই রইল, চললেন তিনি।

...সাঁইথিয়া।

অনেক রাত হয়েছে। এবার একটু ঘুমুলে হত না ?সারাদিন টো টো করে বেড়িয়েছেন ব্যান্ডেলে। এই সাঁইথিয়াতেএকবার তিনি রিলিফে এসেছিলেন মনে আছে, বহুকাল আগে।তখন মুক্ত বলে দিয়েছিল, রোজ একখানা করে চিঠি দিয়ো। আটখানা পোস্টকার্ড সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ মনে পড়েগেল কথাটা।

সাঁইথিয়াতে তখন বিধুভূষণ রায় ছিলেন স্টেশনমাস্টার। তাঁর বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া হত। বিধুবাবুর ছেলে সদানন্দ তাঁর চেয়ে কিছু ছোট, সদানন্দ ও তিনি একসঙ্গে তাস খেলতেন কাছাকাছি একজন ভদ্রলোকের বাইরের ঘরে বসে।

একবার একটা পাকা কাঁঠাল বিধুবাবু নামিয়ে নিলেনগার্ডের গাড়ি থেকে।কাঁঠালটা আধপচা।সদানন্দবললে—দাদা, মা বলেছেন, ক্ষীর কাঁটাল খাবেন ওবেলা।

কেশব বললেন,—দূর! ওর বীচি ছাড়া আর কিছু পাওয়াযাবে না—

—আমি বলছি পাওয়া যাবে।

—কখখনো না।

—বাজি ?

—কি, বলো ?

—বৌদিকে তিনদিন চিঠি দিতে পারবেন না দাদা। অত কি টেবিলে বসে লেখেন ?ক্ষুদে ক্ষুদে লেখাতে একখানাপোস্টকার্ডে একখানা খামের কাজ করে নেন। ফেলবেনবাজি ?

রাজী হন নি কেশব। মুক্তকে চিঠি না দিয়ে থাকা ?অসম্ভব ?সে একা সেই ব্যান্ডেলের সেই ছোট্ট বাসাতে বসেতাঁর জন্যে দিন গুনছে, রোজ ঘোড়ানিমগাছটার তলায় পিওনের আবির্ভাবের অপেক্ষায় বসে থাকে খাওয়া-দাওয়ার পর জানলাটিতে। তাকে তিনদিন চিঠি না দিয়ে বঞ্চিত করতেপারবেন না। তা কখনই হয় না।

সেসব দিন কি খুব দূরে চলে গিয়েছে ?বড্ড পেছনে ফেলে এসেছেন কি ?স্বপ্নের মতো মনে হল—আব্ছায়া আব্ছায়া, সব মিলে একাকার হয়ে যাচ্ছে। মুক্তকেশী...সান্টু...ব্যান্ডেল...তিনপাহাড়। প্রথম যৌবন...তিয়াত্তর বছরের বার্ধক্য। স্বপ্ন !

কাঁদছেন নাকি আবার তিনি ?.., তাই তো, কোটেরগলার কাছটায় ভিজে ! না, না, কাঁদবার কি আছে ?বুড়ো বয়সেচোখ পানসে হয়ে যায়। কাঁদবেন কেন তিনি ?

—গাঙ্গুলীবাবু, ঘুমোলেন ?অমনভাবে শুয়ে কেন?শরীরখারাপ হয় নি তো ?

পঞ্চানন চক্রবর্তী ক্রু। চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে ঢুকলো। সাঁইথিয়া থেকে এইমাত্র ট্রেন ছেড়েছে।

কেশব যেন চমকে উঠলেন। বললেন—না তো।

—একটা চা খেয়ে নিন আগের স্টেশনে।

—এত রাত্রে চা ?পাগল হয়েছ ভায়া ?আমি চা খাইনেএত রাত্তিরে। তুমি খাও। ঘুমুবে না ?

—আরো গোটাকতক স্টেশন পার হয়ে যাক্। এখন না।আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন।

পঞ্চানন চক্রবর্তী ক্রু চলে গেল। গাড়ি ঝড়ের বেগে চলেছে। বাইরে একপশলা বৃষ্টি হচ্ছে বেশ জোরে। ঠাণ্ডাহাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির ছাট্ আসছে জানলা দিয়ে কামরার মধ্যে।কি একটা ফুলের সুগন্ধ এল একঝলক।

আঃ, কি সুন্দর আরাম ! ঘুমিয়ে আরাম আছে এমনজায়গায়। বুকের মধ্যে কেমন করছে, কেন কে জানে ?নির্জনগাড়ি। তিনপাহাড়ে কত রাত্রে গাড়ি পৌঁছুবে ?বিয়ের দু'তিনবছর পরে তিনপাহাড়ে ছিলেন তিনি মুক্তকে নিয়ে, সান্টুকে নিয়ে। সেই সময়ের কথা কখনো ভুলবেন না তিনি।

ব্যান্ডেল আর তিনপাহাড়। জীবনে এই দুই স্বর্গ। দুটিস্বর্গের দুটি অমর কাহিনী তাঁর বুকে লেখা রয়েছে। পঞ্চাননঘুমিয়ে পড়লে তিনপাহাড়ে তিনি নেমে পড়বেন।

তিনপাহাড়ে এই বর্ষাকাল কাটে সেবার। একটা কিপাহাড়ের ওপর কি ঠাকুর ছিলেন। মুক্ত ও তিনি দেখতেগিয়েছিলেন। মুক্ত বললে—খাবে কি ?পাহাড়ের নিচেচড়ুইভাতি করবো ?

রান্না করতে করতে বৃষ্টি এল। একটা পাকুড় গাছেরতলায় রান্না হচ্ছিল। স্টেশনমাস্টার ছিলেন শশিপদ সামন্ত, মেদিনীপুরে বাড়ি।

তাঁর দুই ছেলে ননী ও হাবু ছিল সঙ্গে।

হাবু কাঠ ভেঙে নিয়ে এলো পাহাড়ের ওপর থেকে। মুক্তখিচুড়ি রাঁধতে গিয়ে ধরিয়ে ফেললে। তাই নিয়ে কি হাসাহাসি !

পাকুড় গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে মুক্ত চোখ পাকিয়েবললে, —তুমি খাবে না ?

—কে বলেছে ?

—ননী হাবু বলেছে !

—বাজে কথা।

চমৎকার চড়ুইভাতি।

—খেয়ে বলতে পারবে না যে, খিচুড়ি এঁটে গিয়েছে।

—না গো, বলবো না। দিয়েই দ্যাখো।

মুক্ত হি হি করে হেসে উঠে বললে—ও পেটুকেরপাল্লায় পড়লে খিচুড়ির হাঁড়িই কাবার হবে, তা বুঝতে পারছি।বসো—বসে যাও। ভালো সরের ঘি এনেছি, খিচুড়ি দিয়ে খাবেবলে। কিন্তু সত্যি, ধরে গেল বলে মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছে !

—পাগল ! দিয়েই দ্যাখো না। মন খারাপ করতে হবেসেজন্যে নয়, আরো বেশি করে রাঁধ নি কেন সেইজন্যে।

—বেশ, খাও না। আবার না হয় চড়িয়ে দেবো।

মনে আছে সেই পাহাড়ের ওধারে কোথায় ছিল কদমফুলের গাছ। ননী প্রথমে নিয়ে এল এক গুচ্ছ।

মুক্ত বললে—বাঃ, চমৎকার ! খোঁপায় গুঁজবো।

তারপর চুপি চুপি বললে—কিন্তু সে ফুল তোমায় নিজেরহাতে তুলে এনে দিতে হবে।

—ঠিক এনে দেবো। খাওয়া হয়ে যাক্। যাবার সময়েনিয়ে আসবো—

পঞ্চাশ বছরের পর থেকে সেই প্রথম যৌবনের ফুটন্তকদমফুলের সুবাস আজকার এই বর্ষাসজল বাতাসে বৃষ্টিরছাটের সঙ্গে যেন ভেসে আসে।

সে বর্ষাদিনের সুন্দর অপরাহ্নটি, পাহাড়ের নিচেরসেই পাকুড় গাছটি আজ স্বপ্ন হয়ে গিয়েছে। সেমুক্তকেশীও...

কখন যেন মুক্ত এসে ওর শিয়রে দাঁড়ালো। সপ্তদশীতরুণী সুন্দরী মুক্তকেশী। হাসিতে মুক্তোর মতো দাঁতগুলিঝক্‌ঝক্‌ করছে যেন। স্নেহভরে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বললে—তুমি কদমফুল এনে দেবে তো ?তুমি এনে দিলে আমিখোঁপায় পর্‌বো—ভুলো না যেন, ভুলো না।

তারপর আবার চোখ নিচু করে বলছে—রোজ একখানাকরে চিঠি দিতে হবে কিন্তু। আমি থাকতে পারবো না—সত্যিবলো, আমাকে ছুঁয়ে—দেবে তো ?

পরক্ষণেই বিরলদন্তী পক্ককেশীবৃদ্ধা মুক্তকেশীহাঁটুর ওপর গামছা পরে তাঁকে ঝাঁটা উঁচিয়ে মারমুখী হয়ে বলছে—বেরো, বেরো, আপদ দূর হও বাড়ি থেকে ! মলেই বাঁচি—মরণ হবেকবে তোমার?যম নেয় না কেন ?

ঘুমের মধ্যেও চমকে উঠলেন কেশব। মস্ত একটা ঝাঁকুনিলাগলো গাড়িটায়।

অনেক রাতে তিনপাহাড় স্টেশনে এসে গাড়ি দাঁড়ালেতিনি নেমে পড়লেন। দৌড়ে ছুটে গেলেন প্ল্যাটফর্মের পশ্চিম প্রান্তের সেই বুড়ো ঘোড়ানিমগাছটার দিকে। আধ-অন্ধকারেগাছের তলায় খুঁজে দেখলেন।

—সান্টু—বাবা সান্টু !

আজ কোথায় গেল খোকা ?

পঞ্চাশ বছর আগে সে এই ঘোড়ানিমগাছটার তলায় যেখেলা করতো !

যেন শান্তি পেলেন কেশব গাঙ্গুলী যৌবনের হারানোদিনগুলোর মধ্যে আবার ফিরে এসে, তিনপাহাড়ের নির্জন প্রান্তরে, প্ল্যাটফর্মে, অন্ধকার আকাশের তলায় এসে। তিনিআবার ছাব্বিশ বছরের যুবক কেশব গাঙ্গুলী, এই ইস্টিশনেরতার-বাবু—বুকে কত আশা, কত বল, কত উৎসাহ, চোখে কতস্বপ্ন ! তাঁর খোকা সান্টু আছে কাছে, তার তরুণী মা মুক্তকেশীআছে!

সব তিনি ফিরে পেয়েছেন।

—সান্টু, আয় আমার কোলে আয়। রামদেও এখনতোকে বাসায় নিয়ে যাবে না। খেলা করে বেড়া প্ল্যাটফর্মে।

প্ল্যাটফর্মের ঘোড়ানিমগাছটার তলায় দুদিন কেশব গাঙ্গুলীশুয়ে রইলেন।

নির্জন স্টেশন, বিশেষ কেউ লক্ষ্য করতো না। সত্যি, কীঅপূর্ব আনন্দে কাটলো এই দুটো দিন ! সব ফিরে পেয়েছিলেনআবার।

পঞ্চাশ বছর আগেকার হারানো সব দিনগুলি।

তিনপাহাড়ের বিহারী স্টেশনমাস্টার একদিন কুলিদেরকাছে খবর পেলেন, কে এক বুড়ো বাঙালিবাবু জ্বরে বেহুঁশঅবস্থায় নিমগাছটার তলায় শুয়ে আছে। কোনো পরিচয়পাওয়া গেল না তখন রোগীর কাছে। আরো দুদিন পরে স্টেশনের মুসাফিরখানায় লোকটি মারা গেল জ্বরের তাড়নায়এবং হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে।

তখন মৃত ব্যক্তির শিয়রের তলা থেকে রেলের বোতামযুক্ত কোট বের হওয়াতে চারধারে জানাজানি হল এবংক্রু-ম্যান পঞ্চানন চক্রবর্তী এসে পড়ে সব পরিচয় দিলে, কিন্তুসে দেশের ঠিকানা কিছুই জানে না, দিতেও পারলে না কোনোখবর। ব্যান্ডেল স্টেশনে দেখা হয়েছিল এই পর্যন্ত, কোথায় থাকতেন সে তখন বলতে পারলে না।

আরো কয়েকদিন পরে মুক্তকেশী ও মেয়েরা টেলিগ্রামপেয়ে এসে পড়লেন যেদিন তিনপাহাড়ে, তার কয়েকদিনআগে কেশব গাঙ্গুলীর অস্থি ক'খানা সক্রিগলি ঘাটের গঙ্গায় স্থান পেয়ে গিয়েছে রেলের বাবুদের সহযোগিতায়। মুক্তকেশী শুধু ফিরে পেলেন কুরুভাইজার ফ্রেরিসের সেই ঘড়িটা।